যুগান্তর

তারিখ · 2·4 ·
পৃষ্ঠা [illegible]

সাইকেল বালিকাদের ছুটে চলা

এএম জুবায়েদ রিপন, *কুষ্টিয়া থেকে*

প্রথম যখন সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করি সমাজের মানুষ তখন সমর্থন করেনি। বরং নানা কটূক্তি করেছে। সেদিকে কান না দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন আর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। সমাজও সমর্থন করে। সাইকেল বালিকা তৃণা সরকার সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার গল্পটা এভাবেই বর্ণনা দেয়।

তথাকথিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে তোয়াক্কা না করে তৃণা সরকারের মতো কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজারো সাইকেল বালিকা প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সাইকেল চালিয়ে ছুটে চলে জ্ঞান আহরণে। দূরন্ত সাইকেল বালিকারা স্কুলে যাওয়াসহ অন্যান্য কাজেও বাইসাইকেল ব্যবহার করে। সাইকেল বালিকাদের ছুটে চলার দৃশ্য যেন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ারই পূর্বাভাস। খোকসা জানিপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীসহ উপজেলার মোট প্রায় ২ হাজার ছাত্রী প্রতিদিন স্কুলে আসে বাইসাইকেল চালিয়ে। সময়, অর্থ ও শ্রম বাঁচার পাশাপাশি শারীরিকভাবেও উপকৃত হচ্ছে এসব শিশু শিক্ষার্থী। মুক্তভাবে চলাফেরা করায় এসব শিক্ষার্থী হয়ে উঠছে প্রতিবাদী ও চিন্তাশীল। আগের মতো এখন আর ঘন্টার পর ঘন্টা রিকশা-ভ্যান বা যাতায়াতের অন্য বাহনগুলোর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। ফলে স্কুল-প্রাইভেটে দেরিও হয় না। শিমুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায় এ স্কুলের প্রায় শতাধিক ছাত্রী বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসে। কারও কারও বাড়ি ৮-১০ কিলোমিটার দূরে। দূরত্বকে জয় করেছে উপজেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুল করে। উপজেলার শোমসপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শোমসপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খোকসা জানিপুর মাধ্যমিক স্কুল, মোড়াগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেনগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বনগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধোকড়াকোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমলাবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জয়ন্তীহাজরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ওসমানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচডি আজিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২ হাজারের অধিক ছাত্রী প্রতিদিন স্কুলে আসে সাইকেলে চেপে। খোকসার ঈশ্বরদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তৃণা সরকার জানান, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। তাই প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কিংবা ভ্যান-রিকশাযোগে স্কুলে যাওয়ার সামর্থ্য নেই এসব ছাত্রীদের। সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা ছোটকাল থেকেই ছিল তার। তাই বাবা তাকে একটি সাইকেল কিনে দিয়েছেন। মেয়ের হাতে সাইকেল তুলে দিয়ে কোনো চিন্তা হয় না মায়ের। তৃণার সহপাঠী নুসরাত জাহান নিশিও বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায় আর সব বান্ধবীর মতোই। স্কুলে যেতে, কোচিং করতে কিংবা দূর-দূরান্তের সব কাজ করতে সাইকেলই একমাত্র ভরসা। তবে যাদের বাইসাইকেল কেনার মতো সামর্থ্য নেই, তাদের আক্ষেপও কম নয়। একটি সাইকেলই পারে তাদের সাইকেল চালানোর অধিকার পূরণ করতে। আক্ষেপের সঙ্গে শারমিন আক্তার লাকী জানায়, আমি ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার দূর থেকে স্কুলে আসি হেঁটে। আমারও ইচ্ছে করে অন্য বান্ধবীর মতো বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসতে। খোকসা জানিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামীমা আক্তার বানু বলেন, আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি আমাদের মেয়েরা লাইন ধরে স্কুলে আসে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেবেকা খান বলেন, আমাদের সমাজে নারীর প্রতি যে বিরূপ আচরণ ছিল তা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। সেজন্যই তো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারীদের আজ অবাধ অবস্থান। মেয়েরা যে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসছে এটা কিন্তু দেশের জন্য একটি দারুণ সংবাদ। তবে যাদের সাইকেল কেনার মতো সামর্থ্য নেই তাদের আমি সাইকেলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।

> কুষ্টিয়ার খোকসায় অন্তত ২ হাজার ছাত্রী সাইকেলে স্কুলে যাতায়াত করে